দৈনিক খবর

তারিখ ..19..JUL 1992
পৃষ্ঠা... 4 ... কলাম ... 7 ...

নীতিমালা ছাড়াই সরকারীকরণের ঘোষণা

জনসভায় জনসভায় স্কুল-কলেজ সরকারীকরণের 'ঘোষণা' দেয়া এদেশে রীতিমত রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এরশাদ সাহেব কোন নীতিমালা ছাড়া এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতামতের তোয়াক্কা না করেই সরকারীকরণের ঘোষণা দিতেন। বর্তমান সরকারের আমলে স্কুল-কলেজ সরকারীকরণের কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা এখনও প্রণীত হয়নি; কিন্তু তাতে সরকারীকরণের ঘোষণা বন্ধ থাকেনি।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সম্প্রতি বিভিন্ন জনসভা কয়েকটি বেসরকারী স্কুল ও কলেজ সরকারীকরণের ঘোষণা দিলেন। জাতীয় সংসদে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলো। সরকারীকরণের নীতিমালা জানতে চাওয়া হলো। শিক্ষামন্ত্রী জানালেন, নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। তবে তিনি বললেন, সকল থানায় একটি স্কুল ও একটি কলেজ সরকারীকরণের 'ঘোষণা আছে', এটাই নীতি। এতে ভৌগলিক অবস্থান ছাড়া সরকারীকরণের আর সব নীতিমালা আরো ঘোলাটে হয়ে গেল। যারা সরকারীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবেন, তাদের মাথা ব্যথা বাড়লো।

সরকারীকরণের ঘোষণা দেয়া হলেই যে সরকারী কলেজ হয়ে যায় না। তার একটা উদাহরণ দেয়া হলো। প্রধানমন্ত্রী 'ঘোষণা' দিলেও সাভার কলেজ কবে সরকারী কলেজ হবে তা কেউ বলতে পারছেন না। মরহুম জিয়াউর রহমান তার শাসনামলে বিভিন্ন জনসভায় নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুদান ঘোষণা করতেন। এসব টাকাপয়সা কোত্থেকে আসবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা না থাকার ফলে তার প্রতিশ্রুত অনুদান বহু প্রতিষ্ঠান পেতেন না। এরশাদ সাহেবের আমলে এসব ব্যাপারে যে নীতিমালার বালাই ছিল না, তা ত সবারই জানা।

এরশাদ সরকারের আমলে ১১৮টি কলেজ ও ১১৩টি স্কুল সরকারীকরণ করা হয়। এসব স্কুল-কলেজ নামে সরকারীকরণ করা হলেও অধিকাংশই এখনও সরকারী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়নি। শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদমর্যাদা ও পদোন্নতি নিয়ে চরম বিশৃংখলা এখনও চলছে। প্রায় প্রতি কলেজেই পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নেই। অনেক কলেজে পদ সৃষ্টিই করা হয়নি। অনেক কলেজের এতই খারাপ অবস্থা যে তারা ছাত্র পায় না।

সরকারী স্কুল-কলেজের কাছ থেকে সবাই নিম্নতম একটা মানের শিক্ষা এবং শিক্ষার পরিবেশ আশা করেন। নীতিবর্জিত সরকারীকরণ সেই মানের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। নতুন সরকারী কলেজগুলোতে কি ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়, সে ব্যাপারে গত বৃহস্পতিবার চিঠিপত্র কলামে আমাদের এক পাঠক একটি চিত্র তুলে ধরেছেন।

আমরা যতদূর জানি, গত বছর স্কুল-কলেজ সরকারীকরণের প্রশ্নে নীতি নির্ধারণের জন্য উচ্চপর্যায়ের মন্ত্রী পরিষদ সাব কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তারা একটি রিপোর্টও তৈরি করেছিলেন। কথা ছিল, কমিটি চূড়ান্ত রিপোর্ট না দেয়া পর্যন্ত বেসরকারী কোন কলেজ বা স্কুল আর সরকারীকরণ করা হবে না। আপাতদৃষ্টিতে উচ্চপর্যায়ের মন্ত্রী পরিষদ সাব কমিটি দফায় দফায় বৈঠক করেও সরকারীকরণের চূড়ান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারেননি। বিষয়টি নাকি এখনও 'প্রক্রিয়াধীন'।

কোন স্বচ্ছ নীতিমালা ছাড়াই সরকারীকরণ করে বিগত সরকার যে জঞ্জাল সৃষ্টি করেছিল, বর্তমানে সেই ধারা অব্যাহত থাকলে জঞ্জাল বাড়বে বৈ কমবে না। তাছাড়া অর্থসংস্থানের প্রশ্নটিও বড় করে দেখতে হবে। কাজটিতে আঁটঘাট বেঁধে নামতে হবে। শুধু ঘোষণা দিয়ে মানুষের প্রত্যাশা বাড়ালে কারো কোন লাভ হবে না।